# অমিতের বিদায় আসন্ন, পরবর্তী অর্থমন্ত্রী নিয়ে জল্পনা

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** কোনও কেন্দ্রের বিধায়ক না হওয়ায় ৪ নভেম্বরের মধ্যে অর্থমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে অমিত মিত্রকে। তাই পরবর্তী অর্থমন্ত্রী কে হবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। তৃণমূলের মন্ত্রীসভার দুই হেভিওয়েট মন্ত্রীর নাম পরবর্তী অর্থমন্ত্রী হিসেবে ঘোরাফেরা করলেও তৃণমূল সূত্রে খবর, তার আগেই এক বড় মাপের অর্থনীতিবিদ তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন বলে আশা করা হচ্ছে। দু'দিন আগেই পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন, 'বড় মাপের এক নেতা তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন।' তিনি কারও নাম না করলেও তাঁর ইঙ্গিত যে ওই বড় মাপের অর্থনীতিবিদের দিকেই ছিল, তা তৃণমূলের অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ওই অর্থনীতিবিদের সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলেও খবর। কিন্তু তাঁকে আটকাতে মরিয়া গেরুয়া শিবিরও। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী হিসেবে এখনও তৃণমূল ওই অর্থনীতিবিদের ওপরই ভরসা করে রয়েছেন। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে পুজোর আগেই তিনি ঘাসফুল শিবিরে নাম লেখাতে পারেন বলে কয়েকজন নেতা আশাবাদী। যদিও এই নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব এখনই কোনও মন্তব্য করতে রাজি হচ্ছেন না।

২০১১ সালে মন্ত্রীসভা গঠনের সময়ই অর্থমন্ত্রী পদে অমিত মিত্রকে ভেবে রেখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে তাঁকে খড়দায় তৎকালীন বাম সরকারের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের বিরুদ্ধে মমতা প্রার্থী করেছিলেন। অসীমবাবুকে হারিয়ে অমিতবাবু জয়ী হন। স্বাভাবিকভাবেই অমিতবাবু মমতা সরকারের অর্থমন্ত্রী হন। গত ১০ বছর ধরেই অমিতবাবুকে অর্থ দপ্তর মমতা ছেড়ে রেখেছিলেন। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে অমিতবাবুকে বাইরে বের না হওয়ার জন্য চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন। সেই জন্য এবার তিনি ভোটে প্রার্থী হননি। এমনকি এবার বিধানসভায় ভোটের আগে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশও মমতা নিজেই করেছিলেন। ভোটের পর পূর্ণাঙ্গ বাজেট শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পেশ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এবারও মন্ত্রীসভা গঠনের সময় অমিত মিত্রকে রেখেছিলেন মমতা। বাড়ি থেকেই ভার্চুয়ালি তিনি শপথ নিয়েছিলেন। অর্থ দপ্তর তাঁর হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নিয়মানুসারে ৬ মাসের বেশি বিধায়ক না হয়ে তিনি মন্ত্রী থাকতে পারবেন না। সেই কারণে ৪ নভেম্বরের মধ্যে তাঁকে ইস্তফা দিতে হবে। সূত্রের খবর, অমিতবাবু নিজেই মমতার কাছে অব্যাহতি চেয়েছেন। তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে থাকতে চান না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি প্রার্থী হতেও চান না। অমিতবাবুর খড়দা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী করার কথা মমতা ঘোষণা করে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, পরবর্তী অর্থমন্ত্রী কে হবেন?

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, এক বড় মাপের অর্থনীতিবিদের সঙ্গে মমতা–অভিষেকের কথা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি খুব শীঘ্রই তৃণমূলে নাম লেখাতে পারেন। তাঁকেই ভোটের পর অর্থমন্ত্রী পদে মমতা বসাতে পারেন। ওই অর্থনীতিবিদের ভাবমূর্তি যথেষ্ট স্বচ্ছ। একইসঙ্গে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্যের ভাঁড়ার সামাল দেওয়ার ক্ষমতাও তিনি রাখেন। তাই তাঁকেও পরবর্তী অর্থমন্ত্রী হিসেবে মমতা ভেবে রেখেছেন। যদিও তাঁর তৃণমূলে যাওয়া ঠেকাতে পদ্ম শিবির আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। তাঁকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রাথমিকভাবে তৃণমূল ঠিক করেছিল, অর্থ দপ্তর মমতা নিজের হাতে রেখে কাউকে প্রতিমন্ত্রী করবেন। কিন্তু এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে মমতা একজন পূর্ণমন্ত্রী রাখতে চাইছেন। এই মুহূর্তে গোটা দেশের অর্থনৈতিক হাল খারাপ। তার মধ্যেই এই রাজ্যে বেশ কয়েকটি সামাজিক প্রকল্প চলছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আগামী আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দ অনেকখানি বৃদ্ধি করতে হবে। এই অবস্থায় পূর্ণাঙ্গ অর্থমন্ত্রী না হলে সমস্যা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে। তাই ওই অর্থনীতিবিদকে দলে টানতে তৃণমূলও মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে। তৃণমূলের এক প্রবীণ মন্ত্রী শনিবার বলেন, 'রাজনীতিতে কোনওকিছুই অসম্ভব নয়। তবে যতক্ষণ না ওই ব্যক্তি দলে যোগ দিচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনা ঠিক হবে না। সেই কারণেই এখনই তাঁর নাম প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না।'

### সামলাবে কে

- এক অর্থনীতিবিদ শীঘ্রই তৃণমূলে নাম লেখাতে পারেন
- তাঁর সঙ্গে মমতা ও অভিষেকের কথা প্রায় চূড়ান্ত
- তাঁকেই অমিত মিত্রের পরবর্তী রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ভাবা হচ্ছে
- ওই অর্থনীতিবিদের ভাবমূর্তি যথেষ্ট স্বচ্ছ
- তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের ভাঁড়ার সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন

# সাইক্লোন গুলাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** চোখ রাঙাচ্ছে সাইক্লোন গুলাব এবং আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। আগামী পাঁচদিন পূর্ব উপকূলে ওড়িশা, অন্ধ্র ও আংশিকভাবে বাংলায় দুর্যোগের ঘনঘটা থাকবে।

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরের বুকে আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপ অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। রবিবারই তা ওড়িশা উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে শনিবার বঙ্গোপসাগরের বুকে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে সেটিও ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বাংলার মধ্যে দিয়ে স্থলভাগে আঘাত হানতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব সরাসরি বাংলার ওপর পড়বে না বলে আবহাওয়া দপ্তর আশ্বাস দিয়েছে। তার কারণ ওই ঘূর্ণাবর্ত। অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরের উপকূলীয় জেলা এবং ওড়িশার দক্ষিণের জেলাগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

এই জোড়া ফলায় আগামী রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুরের অধিকর্তা গণেশ দাস জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় গুলাব রবিবার ওড়িশার দক্ষিণে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরে কলিঙ্গপত্তনমের ওপর দিয়ে স্থলভাগ অতিক্রম করবে। এর প্রভাবে ওড়িশা ও অন্ধ্র উপকূলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুরের অধিকর্তার কথায়, 'বাংলাকে ভোগাবে ঘূর্ণিঝড় ছাড়াও ওই ঘূর্ণাবর্তও।' জানা গিয়েছে, গুলাবের প্রভাবে রবিবার থেকে উপকূল লাগোয়া জেলা অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতেও রবিবার থেকে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী মঙ্গলবার কলকাতায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে শুধু কলকাতা নয়, মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই অল্পবিস্তর বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার থেকেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়।

# প্রয়াত শিক্ষাবিদ স্বপন চক্রবর্তী

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** প্রয়াত হলেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তী। শনিবার বিকাল ৫টার কিছু আগে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। করোনা সংক্রামিত হয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগেও তিনি শিক্ষকতা করেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর পদে তিনি আসীন ছিলেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্পাদক ও কিউরেটর পদেও তিনি কাজ করেছেন। সম্প্রতি তিনি সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের চেয়ারপার্সন পদে নিযুক্ত হন। আমৃত্যু সেই পদে কাজ করেন। প্রয়াত শিক্ষাবিদের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খালি পায়ে নিরস্ত্র অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা জওয়ানরা শনিবার কালীঘাটের মন্দিরে। ছবি : কৌশিক দত্ত

## তৃণমূলের মুখপত্রে মন্তব্য

# কংগ্রেস এখন পচা ডোবা

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** কংগ্রেসকে ছাড়া বিকল্প জোট সম্ভব নয় বলে ধরে নিয়ে বিজেপি বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছিল তৃণমূল। কিন্তু এখন কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই বিকল্প তৈরির চেষ্টায় মরিয়া ঘাসফুল শিবির। নিজেদের কংগ্রেসের ঐতিহ্যের উত্তরসূরি বলে জাহির করতে চাইছে তারা। একদিকে দলীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে কংগ্রেসকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে, পাশাপাশি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছেন। শনিবারই তৃণমূলের মুখপত্র 'জাগো বাংলা'র সম্পাদকীয়তে কংগ্রেসকে 'পচা ডোবা'র সঙ্গে তুলনা করে লেখা হয়েছে, 'কংগ্রেস গুচ্ছ গুচ্ছ আসনে হেরে বিজেপিকে বেশি সাংসদ পাইয়ে দিয়ে সুবিধা করে দিচ্ছে। কংগ্রেস দিশাহীন। তারা বামেদের সঙ্গে জোট করে তৃণমূলকে হারাতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এখন যেমন বিজেপিকে রুখতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে, তেমনই এক সময় বামেদের রুখতেও কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছিল। তাই বাম বিরোধী শক্তির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' তবে আগামী লোকসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোটের কথা না বলে ওই সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে, 'কংগ্রেসকে অসম্মান করছি না। তাদের বাদ দিয়ে জোটও বলছি না। কিন্তু তারা বারবার ব্যর্থ হলে কেন তাদের দায় অন্যরা নেবে? ২০১৪ ও ২০১৯ সালে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। এবারের বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেসও ভাবতে পারেনি, বিজেপিকে রুখে দেওয়া সম্ভব। তাই কংগ্রেসকে বেশিদিন সময় দেওয়া সম্ভব নয়। এখন কংগ্রেস পচা ডোবা আর তৃণমূল কংগ্রেস সমুদ্র।'

এদিন বিকালেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলছে। ওরা বিজেপির বিরুদ্ধে কিছু করবে না। আমরা ঠকেছি। এবার যা করার আমাদেরই করতে হবে।' প্রসঙ্গত, শুক্রবারও শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিটের এক জনসভায় মমতা কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে বলেছিলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে বিজেপি সিবিআই, ইডি লেলিয়ে দিচ্ছে। কংগ্রেসের পি চিদম্বরম ছাড়া কার বিরুদ্ধে সিবিআই, ইডি হয়েছে? ওদের মাথাদের তো কিছু করেনি?' তখন থেকেই মমতার মুখে কংগ্রেস বিরোধিতার সুর চড়েছিল। এদিন দলীয় মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে এবং দলনেত্রীর ভাষণে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ নতুন জল্পনা তৈরি করেছে।

দেশ জুড়েই কংগ্রেসের বিকল্প যে তৃণমূল তা প্রমাণে মরিয়া ঘাসফুল শিবির। তাই কংগ্রেসের একের পর এক নেতাকে ভাঙিয়ে দলে এনে বিকল্প তৈরিতে তৃণমূল উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যেই অসমের কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাঁকে দল অসম ও ত্রিপুরার দায়িত্ব দিয়েছে। গোয়াতেও কংগ্রেসের এক হেভিওয়েট নেতার সঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের কথা চলছে। আরও কয়েকজন কংগ্রেস নেতার সঙ্গে তৃণমূলের কথা চলছে বলে সূত্রের খবর।

> “
> কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলছে। ওরা বিজেপির বিরুদ্ধে কিছু করবে না। আমরা ঠকেছি। এবার যা করার আমাদেরই করতে হবে।
>
> – মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও এই নিয়ে কটাক্ষ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা বহরমপুরের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'এখন তৃণমূল নেত্রী কংগ্রেসকে পচা ডোবা বলতে পারেন। কিন্তু ২০১১ সালে এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসার জন্য কংগ্রেসের হাতই মমতাকে ধরতে হয়েছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠন করেই সেবার তিনি ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছেছিলেন। কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক হলে উনি দিল্লি গিয়ে সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কেন? আসলে উনি কোনওদিনই ঋণস্বীকার করেন না। এবারও করেননি। নতুন কিছু নয়।' রাজ্যের প্রবীণ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কংগ্রেসের ফলাফল দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, তারা বিজেপির সুবিধা করে দিচ্ছে। বিহারের নির্বাচনে কংগ্রেসকে অতগুলি আসন না ছাড়লে তেজস্বী যাদব মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। কংগ্রেস তাদের আসনগুলিতে হেরে গিয়েছে। তাই কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেজন্যই কংগ্রেসের নেতারা এখন তৃণমূলে আসছেন।'

# আজ একমঞ্চে মমতা–অভিষেক

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** ত্রিপুরা সহ অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। এবার এই ইস্যুতে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার শেক্সপিয়র থানার সামনে একটি নির্বাচনি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অন্য রাজ্যে আমাদের কেউ গেলেই তাঁকে আটকাতে নানা রকম ফন্দি চলে। কোনও কোনও রাজ্য পুজোর মধ্যেও ১৪৪ ধারা জারি করে দেয়। কিন্তু এই রাজ্যে তো কাউকে আটকানো হয় না। এখনও তো কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রী এই রাজ্যে আছেন। গণতন্ত্রকে ধর্ষণ করছে বিজেপি।'

এদিন ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি প্রচারে গিয়েছিলেন মমতা। প্রায় একঘণ্টার ভাষণের অধিকাংশ সময়ই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তবে কংগ্রেস এবং সিপিএমকেও তিনি ছাড়েননি। বিজেপির বিকল্প যে একমাত্র তৃণমূল তা বারবার তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। তাই ভিনরাজ্যে সংগঠন মজবুত করতে যে তৃণমূল আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে, তা এদিন তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এদিকে, রবিবার ভবানীপুরের পদ্মপুকুরে হাইভোল্টেজ প্রচারে নামছেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন পদ্মপুকুরে মমতা ও অভিষেক যৌথ জনসভা করবেন। ভবানীপুর উপনির্বাচনে এটিই প্রথম যৌথ প্রচার হবে।

এদিন মমতা বলেন, 'আমাদের দলের নেতারা ত্রিপুরা যেতে চাইলেই সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দলের নেতাদের অন্য রাজ্যে নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও তৃণমূলকে রোখা যাবে না।'

# পারমিট ছাড়াই রাস্তায় ই–বাস

**বিশেষ সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** রাজ্যের সর্বত্র ই–বাস নামানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। আগামী বছরের মধ্যে রাজ্য সরকারি পরিবহণ নিগমগুলি ১ হাজার ই–বাস নামাবে বলে দপ্তর সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, ব্যক্তি মালিকানায় ই–বাস নামাতেও উৎসাহ দেবে রাজ্য সরকার। কেউ ই–বাস নামাতে চাইলে তাঁকে আলাদাভাবে পারমিট নিতে হবে না। রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে তাঁকে বাস এবং রুট সম্পর্কে তথ্য নথিবদ্ধ করতে হবে মাত্র। ইতিমধ্যেই ই–অটো সম্পর্কে একইরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। এক্ষেত্রেও যে কেউ ই–অটো কিনে রাস্তায় নামাতে পারেন। তাঁকে আলাদাভাবে এজন্য পারমিট নিতে হবে না। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর আগেই ই–অটো নামানোর ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। তবে ই–বাসের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে আরও কিছুদিন সময় লাগতে পারে।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, যেসব রুটে পারমিট সহ অটো ও বাস চলে, সেই বিধিবদ্ধ রুটগুলিতে ই–অটো ও ই–বাস চালানো হবে না। রাজ্যে ৪৫ হাজার অটো এরকম বিধিবদ্ধ রুটে চলে। এর বাইরে নতুন রুটে যে কেউ অটো কিনে চালাতে পারবেন। বাসের ক্ষেত্রেও একইরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

# সংলাপ নিয়ে প্রশ্ন কোর্টের

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে হিংসা ছড়ানো মামলায় মামলাকারীদের প্রশ্ন করেছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ। বিচারপতি জানতে চান, যে সংলাপে হিংসা ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে, সেই সংলাপে অসুবিধা কোথায়? বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে নিজের অভিনীত একটি সিনেমার ডায়ালগ তিনি বলেন 'আমি জলঢোড়াও নই, বেলেবোড়াও নই, জাত গোখরো। এক ছোবলেই ছবি।' এছাড়া তাঁর মুখে 'মারব এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে' মন্তব্যটিও শোনা যায়। এই দুই সংলাপকে হাতিয়ার করে হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে জোড়াবাগান থানায় এফআইআর করা হয়।

## সুকান্তকে জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা

# ভবানীপুরে প্রিয়াংকার প্রচারে স্মৃতি, মনোজ

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** প্রয়াত বিজেপি প্রার্থী মানস সাহার মৃতদেহ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিজেপির বিক্ষোভ সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত 'পচা কুকুর' মন্তব্য নিয়ে আসরে নামল বিজেপি। শনিবার বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ বিজেপি নেতৃত্ব তাঁদের শহিদ পরিবারকে হাজরা মোড়ে হাজির করে। সেখানে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সহ সভাপতি অর্জুন সিং, রীতেশ তিওয়ারি, সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ, ভবানীপুরের প্রার্থী প্রিয়াংকা টিব্রেওয়াল প্রমুখ। পরে পথসভাতেও শহিদ পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াংকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে ডিসি সাউথ আকাশ মাঘারিয়ার বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন তার জবাব দিয়েছেন ফিরহাদ। তিনি বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী দাবি করেছিলেন, তিনি কমিশনের নোটিশ ছিঁড়ে ফেলেন। তেমনই কমিশনেরও অধিকার আছে মিথ্যে ভুয়ো অভিযোগ ছিঁড়ে ফেলার।'

বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াংকা টিব্রেওয়াল।

অন্যদিকে, রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ায় জেড ক্যাটিগোরির নিরাপত্তা পাচ্ছেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দায়িত্বে থাকবে ৩৫ জন নিরাপত্তারক্ষী। ভবানীপুর উপনির্বাচনের প্রচারে সম্প্রতি দু'বার বাধার মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপির নয়া রাজ্য সভাপতিকে।

ভবানীপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াংকা টিব্রেওয়ালের হয়ে প্রচারে নামলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। শনিবার সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দেন স্মৃতি। এরপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট বিলি করেন তিনি। স্থানীয়দের সঙ্গে নিখুঁত বাংলায় কথা বলে নজর কাড়েন স্মৃতি।'

এদিন প্রিয়াংকার সমর্থনে প্রচার করেন মনোজ তিওয়ারিও। ভবানীপুরে আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটে গিয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন তিনি। মনোজ বলেন, '২১ এর নির্বাচনে বিজেপি হারেনি বরং বিপুল জনসমর্থন পেয়েছে। ৩ থেকে আসন সংখ্যা বেড়ে ৭৭টি হয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের হিংসা নিয়ে চিন্তিত। ভোটে হার–জিত থাকবেই। যেসব রাজ্যে বিজেপি নেই সেখানেও নির্বাচনে এই ধরনের হিংসা হয়নি। এই হিংসা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি নয়। ভবানীপুরেও ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কিন্তু মানুষ যখন বোতাম টিপবে, সঠিক চিহ্নে ভোট দেবেন।'

# সাফল্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** পড়াশোনা শেষে চাকরি পাওয়ার নিরিখে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শুক্রবার কিউএস এমপ্লয়েবিলিটি ২০২২ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগামী বছরের মধ্যে চাকরি পাবেন এমন পড়ুয়াদের নিয়ে তালিকা তৈরি হয়েছে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ থেকে পাওয়া চাকরির নিরিখে বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জায়গা পেয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ব তালিকায় কলকাতার স্থান ৫০১। এ রাজ্যের আর কোনও প্রতিষ্ঠানের নাম এই তালিকায় নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় এতে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন।

# শিক্ষা দপ্তরের নতুন পোর্টাল

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** কেরিয়ার কাউন্সেলিং নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে নতুন পোর্টাল নিয়ে এল রাজ্য সরকার। শিক্ষার সঙ্গে শিল্প জগতের সম্পর্ক সুদৃঢ় করতেই এই নতুন পোর্টাল। রাজ্যের ছেলেমেয়েদের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগের উপযুক্ত করতে ৫ অক্টোবর থেকে এই বিশেষ পোর্টাল চালু হবে। এই ধরনের পোর্টাল চালুর কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে ৫০০–র বেশি কোর্সের সন্ধান দেবে এই পোর্টাল।

# রোদ উঠতেই জমে উঠল পুজোর বাজার

**বিপ্রর্ষি চট্টোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর :** কর গুনে আর ঠিক ১৫ দিন পর দুর্গাপুজো। অন্যান্যবার এই সময় কলকাতার 'শপিং ডেস্টিনেশন'গুলিতে থাকে কালো মাথার ভিড়। একটি নামী জুতোর দোকানের বাইরে সকাল থেকেই থাকত লম্বা লাইন। এবার যেন ছবিটা কিছুটা পালটেছে। আবহাওয়া দপ্তরের আগাম পূর্বাভাস ছিল সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টি চলতে পারে। চলতি সপ্তাহে শুক্রবার বাদে বাকি দিন কমবেশি বৃষ্টি হয়েছে। আকাশের মুখ কিছুটা উজ্জ্বল থাকলেও কাজের দিনে কেউই সেভাবে পুজোর বাজারে বের হতে পারেননি। রবিবার থেকে আবহাওয়া আবার খারাপ হবে বলে সতর্কবার্তা রয়েছে। তাই উৎসবপ্রেমী বাঙালি শনিবারকেই বেছে নিয়েছিলেন পুজোর কেনাকাটার জন্য।

সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার থাকায় খদ্দেররা সকাল থেকেই ছিলেন কিছুটা সাবধানি। ফলে জনপ্রিয় বিপণিগুলির সামনে বেশ কিছুটা বেলা গড়ালেও কোনও লাইন চোখে পড়ল না। সংলগ্ন নিউ মার্কেট চত্বরে ফুটপাথে কিছু মানুষ পসরা সাজালেও হগ মার্কেটের মূল ফটকে তখনও তালা। সেই রাস্তা ধরে খাদ্য ভবনের দিকে যেতে ডান পাশে পরপর কয়েকটি ফাস্টফুডের দোকান। এদিনও ফুটন্ত তেলে গরম বটরা ভাজছিলেন পবন কুমার। কড়াই থেকে চোখ না সরিয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে বললেন, 'পুজোর ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। গত দু'বছর ধরে বাজার মার খাচ্ছে। তবে এবছর কিছুটা আশা বেরোতে শুরু করেছে। যদি এই সময় বাজারটা ধরে রাখতে পারি তাহলে আশা করি সমস্যা কিছুটা মিটবে।'

তৎক্ষণে বাইরে রোদ উঠেছে। ধর্মতলা একবার ঢুঁ মারতে গিয়ে চোখে পড়ল বেলা ১২টার নিউ মার্কেট। রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কালো মাথায় ঢেকে গিয়েছে গোটা চত্বর। দরজা খোলা মাত্রই হগ মার্কেটে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ক্রেতারা। জুতোর বিপণির বাইরেও ততক্ষণে লাইন লম্বা হয়েছে। হাওড়ার সাঁতরাগাছি থেকে জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিবারকে নিয়ে নিউ মার্কেটে এসেছেন পুজোর কেনাকাটা করতে। জয়ন্তবাবু বলেন, 'দিন তো এগিয়ে এল। কাল থেকে শুনছি আবার বৃষ্টি হবে। তাই আজই যতটা পারি কেনাকাটা সেরে রাখি।'

ধর্মতলা চত্বরেও তখন মানুষের সমুদ্র। খাওয়ার দোকানগুলিতে থিকথিক করছে মানুষ। কারও চাই বিরিয়ানি, আবার কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্যান্ডউইচ খাচ্ছেন। ভিড় ঠেলে এগোতেই বাঁ-হাতে চোখে পড়ল জামা-প্যান্টের ছিটের জনপ্রিয় দোকান। কর্মচারীরা ব্যস্ত খদ্দের সামলাতে। মালিক নামাজ কখনও বললেন, '১৯৬৫ সাল থেকে দোকান চালাচ্ছি। এত খারাপ বাজার কখনও আসেনি। রেডিমেডের যুগে আমাদের ছিটকাপড়ের কদর আর নেই বললেই হয়।' রোদ ওঠায় বাজার জমল ঠিকই, তবে সবার মুখে হাসি ফুটল না।

শনিবার কলকাতার নিউ মার্কেটে পুজোর কেনাকাটার ভিড়। ছবি : কৌশিক দত্ত

শনিবার নদিয়ার এক টিকা শিবিরে বিশেষভাবে সক্ষমরা। – পিটিআই